তারিখ ... 13. JAN. 2016 ... ...
পৃঃ ... ... কলাম ... ...

পরীক্ষায় গ্রেড পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার

ড. এ. কে. মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় মাত্র কয়েক বছর আগে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়। এর পাশাপাশি এটাও পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ছাত্রছাত্রীদের আর নম্বরপত্র দেওয়া হবে না। গ্রেড বিপ্লবের যুগে কেউ আর সাহস করে নম্বরপত্র চাওয়ার মতো দুঃসাহস দেখায়নি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই পদ্ধতিতে ওই গ্রেড তৈরির ভিত্তি নম্বরপত্র অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। তাছাড়া নম্বর অপ্রকাশিত থাকায় একই স্কেলের মধ্যেও যে মেধার তারতম্য থাকতে পারে, তা আমরা একরকম ভুলে যেতেই বসেছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রজ্ঞাপন ছাত্রছাত্রীদের মেধা-গ্রেডের মূল উপাদান বস্তাবন্দি করে ফেলে। ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক তথ্য অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কেড়ে নেয়। কারও কোনো মৌলিক অধিকার কেড়ে নিলে তা রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের ওপর। সংবিধানের এই দায়ভার উচ্চ আদালতের। সম্প্রতি একজন ছাত্রের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট এই মর্মে আদেশ দিয়েছেন, এখন থেকে গ্রেডের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী চাইলে নম্বরপত্রও দিতে হবে। কারণ নম্বরপত্রের ভিত্তিতেই গ্রেড তৈরি করা হয়। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করলে মহামান্য আপিল বিভাগ আবেদনটি সরাসরি খারিজ করে দেন। এখন এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীর নম্বরপত্র পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার। উচ্চ আদালতের এই সুদূরপ্রসারী রায় আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে।

• অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়